১৪/১০/২০০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃঃ ১২ কলাম ৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

❑ বিএনপি-জামাত সমর্থক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের হুমকি-ধামকি

বাকি বিল্লাহ ॥ বিএনপি সমর্থক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের হুমকির মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে চলছে আতঙ্ক। আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘু জুনিয়র চিকিৎসক, সেকশন অফিসার ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা হুমকির মুখে হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি কর্মচারীরা পুনরায় পিজি হাসপাতাল চালু করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ফলে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সরজমিনে ঘুরে এসব তথ্য জানা গেছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের পর পর বিএনপি ও জামাত সমর্থক চিকিৎসক ও কর্মচারীরা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। তারা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘু ৭/৮ জন চিকিৎসক ও কর্মচারীকে মারধর করে। তারা ৫/৬ জন সেকশন অফিসারকে কর্মস্থল ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেয়। যার ফলে সেকশন অফিসাররা কর্মস্থলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের নিয়োগও বাতিল করার জন্য প্রশাসনে চাপ সৃষ্টি করা হয়। চাপ ও হুমকির মুখে নিয়োগ সাময়িক স্থগিত রাখা হয়। যার ফলে বিভিন্ন সেকশনে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

সূত্র জানায়, বিএনপি সমর্থক স্নাতকোত্তর কোর্সের চিকিৎসক-ছাত্ররা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলও দখল করেছে। হোস্টেলের রুম দখলের পর বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে।

সূত্র জানায়, বিএনপি ও জামাত সমর্থক চিকিৎসকরা আওয়ামী লীগ সমর্থক জুনিয়র চিকিৎসকদেরকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। যার কারণে অনেকে কর্মস্থলে যায় না। গতকাল শনিবার মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে অনেক সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকের কক্ষে তালা ঝুলতে দেখা গেছে।

২/১ জন বিভাগে গেলেও তারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক কামরুল নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর অনেকে গা ঢাকা দিয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান ঃ জুনিয়র চিকিৎসক ও সরকারি কর্মচারীরা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসিকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করেছে। তবে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য নেয়ার জন্য কর্মস্থলে একাধিকবার গিয়েও পাওয়া যায়নি।

এছাড়াও অনেক বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে তালা ঝুলতে দেখা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন চিকিৎসক জানান ঃ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক ও চিকিৎসক বিএনপিও জামাত সমর্থক। বিএনপির বিজয়ের পর পর তারা আধিপত্য বিস্তারের লড়াই শুরু করে। তারা আওয়ামী লীগ সমর্থকদেরকে হুমকি দিয়ে বের করে দেয়। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এখন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সূত্র জানায়, বিএনপি ও জামাত সমর্থক শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মধ্যে ২টি গ্রুপ রয়েছে। তার মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকরা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা বাতিলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা এ মুহূর্তে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম বাতিল করে পুনরায় সাবেক পিজি হাসপাতাল চালুর দাবির পক্ষে রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা পিজি হাসপাতাল পুনঃচালুর বিরোধিতা করছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অনড়। এনিয়ে বিএনপি ও জামাত সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং চলছে।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা মুখে তালা ঝুলিয়েছে। তারা কেউই মুখ খুলছে না। তাদের মধ্যে আতংক বিরাজ

বঙ্গবন্ধু ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

বঙ্গবন্ধু ঃ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

করছে।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৯শ। তাদের এক নেতা এ প্রতিবেদককে জানান, তারা সাবেক পিজি হাসপাতাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আগামী ১৭ই অক্টোবর থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। ওই দিন তারা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সভা করবেন। পিজি হাসপাতাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান। তারা হাসপাতালের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা সেকশন অফিসারদের নিয়োগ বাতিলের দাবি জানান।

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য এক সূত্র জানায়, পিজি হাসপাতালের কার্যক্রম শাহবাগে রেখে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অন্যত্র স্থানান্তর করা হোক।

সূত্র জানায়, বিএনপি ও জামাত সমর্থক চিকিৎসক এবং কর্মচারীরা ইতোমধ্যে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ নিয়েও নানা জল্পনা-কল্পনা করছে।

কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসাসেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকল্পে গত সরকার একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। এরপরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল, এফসিপিএস, ডিপ্লোমা, এমএস ও এমডিতে ৭০টি কোর্স চালু করেছে, যার ফলে দেশে চিকিৎসার মান আরও উন্নত করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ হলে চালু করা সকল কোর্সও বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে ১ হাজার ৪শ ৮ জন কর্মরত রয়েছে। তাদের অবস্থারও অবনতি ঘটবে। দেশে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্থবিরতা ঘটবে।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলেন, মুখ বন্ধ, ক্যাম্পাস ঘুরে দেখে যান। এ মুহূর্তে কিছুই বলা যাবে না। চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বলেন, কিছুই করার নেই।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বিএনপি নির্বাচনে জয়লাভ করে যা করছে তা কাম্য নয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা করা দরকার তা করব। গতকাল দুপুরে তারা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জরুরি বৈঠকের সময় এ প্রতিবেদক তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি এ তথ্য জানান।

এ ব্যাপারে বিএনপি সমর্থক ড্যাবের নেতা প্রফেসর আবদুল হাদীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বিএনপি সমর্থক কোন চিকিৎসক দখল ও ভাঙচুরে জড়িত নয়। সব আওয়ামী লীগ ও বাকশালী সমর্থকরা করছে।